১১৭

(মঠের সকলকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

নিউ ইয়র্ক,
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

কল্যানবরেষু,

তোমাদের কয়েকখানা পত্র পাইলাম। শশী প্রভৃতি যে ধূমক্ষেত্র মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুশি। ধূমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কম চলবে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধূমক্ষেত্র মোচে যাবে, 'বাহ্ গুরুকা ফতে!' আরে দাদা 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' (ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন হয়), ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড়লোক তৈরী হয়ে যায়। চারু কে, এখন বুঝতে পেরেছি; তাকে আমি ছেলেমানুষ দেখে এসেছি কিনা, তাই ঠাওরে উঠতে পারিনি। তাকে আমার অনেক আশীর্বাদ। বলি মোহন, মিশনারী-ফিশনারীর কর্ম কি এ ধাক্কা সামলায়? এখন মিশনারীর ঘরে বাঘ সেঁধিয়েছে। এখানকার দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পাদ্রীতে ঢের চেষ্টা-বেস্টা করলে -- এ গিরিগোবর্ধন টলাবার জো কি। মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতীর কর্ম ফার্সি পড়া? ও সব চলবে না ভায়া, কিছু চিন্তা করো না। সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে। আপনার কার্য করে চলে যাও -- কারুর কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি? 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।'[১] গুরুপ্রসন্নবাবুকে এক পত্র লিখিতেছি। টাকার ভাবনা নাই, মোহন। সব হবে ধীরে ধীরে।

এ দেশে গরমির দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায় -- আমিও গিয়েছিলাম, অবশ্য পরের স্কন্ধে। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাবার বড়ই বাতিক। ইয়াট বলে ছোট ছোট জাহাজ ছেলে-বুড়ো যার পয়সা আছে, তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায় আর ঘরে আসে, খায় দায় -- নাচে কোঁদে -- গান বাজনা তো দিবারাত্র। পিয়ানোর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠাবার জো নাই।

ঐ যে G. W. Hale (হেল)-এর ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। হেল আর তার স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ি। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধেই সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায় -- মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ি যায়। এরা বলে --

'Son is son till he gets a wife,
The daughter is daughter all her life.'[২]

চারজনেই যুবতী -- বে থা করেনি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম মনের মতো বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত -- ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড় নারাজ। এই রকম করতে করতে একটা 'লভ্‌' হয়ে পড়ে -- তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ -- তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড়মানষের ঝি, ইউনিভার্সিটি 'গার্ল' (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী) -- নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া -- অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে -- তাদের বড় পসন্দয় আসে না। তারা

---

[১] সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনও জয় হয় না; সত্যবলেই দেবযানমার্গে গতি হয়।

[২] পুত্রের যতদিন না বিবাহ হয় ততদিনই সে পুত্র, কিন্তু কন্যা চিরদিনই কন্যা থাকে।

বোধ হয় বে থা করবে না -- তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

মেরী আর হ্যারিয়েট হল মেয়ে, আর এক হ্যারিয়েট আর ইসাবেল হল ভাইঝি। মেয়ে দুইটির চুল সোনালী অর্থাৎ [তারা] ব্লন্ড, আর ভাইঝি দুটি brunette [ব্রানেট] অর্থাৎ কালো চুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ -- এরা সব জানে। ভাইঝিদের তত পয়সা নেই -- তারা একটা Kindergarten School (কিন্ডারগার্টেন স্কুল) করে, মেয়েরা কিছু রোজগার করে না। এদের দেশের অনেক মেয়ে রোজগার করে। কেউ কারুর উপর নির্ভর করে না। ক্রোরপতির ছেলেও রোজগার করে, তবে বে করে, আর আপনার বাড়ি ভাড়া করে থাকে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়িতে -- আমি যেখানেই কেন যাই না। তারা সব ঠিকানা করে। এদেশের ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই রোজগার করতে যায়, আর মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেখে -- তাইতে করে একটা সভায় দেখবে যে 90 per cent. (শতকরা ৯০ জন) মেয়ে। ছোঁড়ারা তাদের কাছে কলকেও পায় না।

এদেশে ভূতুড়ে অনেক। মিডিয়ম (Medium) হল যে ভূত আনে। মিডিয়ম একটা পরদার আড়ালে যায়, আর পরদার ভেতর থেকে ভূত বেরুতে আরম্ভ করে -- বড় ছোট, হর-রঙের। আমি গোটাকতক দেখলাম বটে, কিন্তু ঠকবাজি বলেই বোধ হল। আর গোটাকতক দেখে তবে ঠিক সিদ্ধান্ত করব। ভূতুড়েরা অনেকে আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দোসরা হচ্চেন কৃশ্চিয়ান সায়ান্স -- এরাই আজকালকার বড় দল -- সর্ব ঘটে। বড়ই ছড়াচ্ছে -- গোঁড়া বেটাদের বুকে শেল বিঁধছে। এরা হচ্ছে বেদান্তী অর্থাত গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত যোগাড় করে তাকে বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর 'সোহহং সোহহং' বলে রোগ ভাল করে দেয় -- মনের জোরে। এরা সকলেই আমাকে বড় খাতির করে।

আজকাল গোঁড়া বেটাদের ত্রাহি ত্রাহি এদেশে। Devil worship[৩] আর বড় একখানা চলছে না। আমাকে বেটারা যমের মতো দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, রাজ্যির মেয়ে-মদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে -- গোঁড়ামির জড় মারবার যোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিববার নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনেরা টের পাচ্ছেন। থিওসফিস্টদের জোর বড় একটা নাই। তবে তারাও গোঁড়াদের খুব পিছু লেগে আছে।

এই কৃশ্চিয়ান সায়ান্স ঠিক আমাদের কর্তাভজা। বল 'রোগ নেই' -- বস, ভাল হয়ে গেল, আর বল 'সোহহং', বস -- ছুটি, চরে খাওগে। দেশ ঘোর materialist (জড়-বাদী)। এই কৃশ্চিয়ান দেশের লোক -- ব্যামো ভাল কর, আজগুবি কর, পয়সার রাস্তা হয়, তবে ধর্ম মানে -- অন্য কিছু বড় বোঝে না। তবে কেউ কেউ বেশ আছে। যত বেটা দুষ্টু বজ্জাত, ঠক-জোচ্চোর মিশনারীরা তাদের ঘাড় ভাঙে আর তাদের পাপ মোচন করে। ... এরা আমাতে এক নূতন ডৌলের মানুষ দেখেছে। গোঁড়া বেটাদের পর্যন্ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে, আর এখন সকলে বড়ই ভক্তি করছে -- বাবা বক্ষচর্যের চেয়ে কি আর বল আছে?

আমি এখন মাদ্রাজীদের Address (অভিনন্দন), যা এখানকার সব খাগজে ছেপে ধূমক্ষেত্র মোচে গিয়েছিল, তারই জবাব লিখতে ব্যস্ত। যদি সস্তা হয় তো ছাপিয়ে পাঠাব, যদি মাগগি হয় তো type-writing (টাইপ) করে পাঠিয়ে দেব। তোমাদেরও এক কাপি পাঠাব -- 'ইন্ডিয়ান মিররে' ছাপিয়ে দিও।

---

[৩] ভূতোপাসনা -- গোঁড়া খ্রীষ্টানরা হিন্দু প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে 'ভূতোপাসক' বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে।

এদেশের অবিবাহিতা মেয়েরা বড়ই ভাল, তারা ভয় ডর করে। ... এরা হল বিরোচনের জাত। শরীর হল এদের ধর্ম, তাই মাজা, তাই ঘষা -- তাই নিয়ে আছে। নখ কাটবার হাজার যন্ত্র, চুল কাটবার দশ হাজার, আর কাপড়-পোশাক গন্ধ-মসলার ঠিক ঠিকানা কি! ... এরা ভাল মানুষ, দয়াবান, সত্যবাদী। সব ভাল, কিন্তু ঐ যে 'ভোগ', ঐ ওদের ভগবান -- টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।। -- গীতা, ৪।১২

অদ্ভুত তেজ আর বলের বিকাশ -- কি জোর, কি কার্যকুশলতা, কি ওজস্বিতা! হাতির মতো ঘোড়া -- বড় বড় বাড়ির মতো গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এইখানে থেকেই শুরু ঐ ডৌল সব। মহাশক্তির বিকাশ -- এরা বামাচারী। তারই সিদ্ধি এখানে, আর কি! যাক -- এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুরুম বাবা! আমাকে যেন বাচ্ছাটির মতো ঘাটে-মাঠে-দোকানে-হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে -- আমি তার সিকির সিকিও করতে পারিনি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা! এদের পূজা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে মরব। তবে তোদের দেশের লোক মানুষের মধ্যে হবে। তোদের পুরুষগুলো এদের মেয়েদের কাছে ঘেঁষবার যুগ্যি নয় -- তোদের মেয়েদের কথাই বা কি! হরে হরে, আরে বাবা, কি মহাপাপী! ১০ বৎসরের মেয়ের বর যুগিয়ে দেয়। হে প্রভু, হে প্রভু! কিমধিকমিতি --

আমি এদের এই আশ্চর্যি মেয়ে দেখি। একি মা জগদম্বার কৃপা! একি মেয়ে রে বাবা! মদ্দগুলোকে কোণে ঠেলে দেবার যোগাড় করেছে। মদ্দগুলো হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছে। মা তোরই কৃপা। গোলাপ-মা যা করেছে, তাতে আমি বড়ই খুশি। গোলাপ-মা বা গৌর-মা তাদের মন্ত্র দিয়ে দিক না কেন? মেয়ে পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়ব। আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। শরীরাভিমান ছেড়ে দাঁড়া। বলো 'অস্তি অস্তি', 'নাস্তি নাস্তি' করে দেশটা গেল! সোহহং সোহহং শিবোহহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে, ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোহহং শিবোহহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে জন্ম গেল। ঐ যে ছুঁচোগিরি, 'দীনাহীনা' ভাব -- ও হল ব্যারাম। ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার! ন লিঙ্গং ধর্মকারণং, সমতা সর্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্। অস্তি অস্তি অস্তি, সোহহং সোহহং, চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং। 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'।[4] ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।[5] শশী, তুই কিছু মনে করিস না -- আমি সময়ে সময়ে nervous (দুর্বল) হয়ে পড়ি, দুকথা বলে দিই। আমায় জানিস তো? তুই যে গোঁড়ামিতে নাই, তাতে আমি বড়ই খুশি। Avalanche[6] এর মতো দুনিয়ার উপর পড় -- দুনিয়া ফেটে যাক চড় চড় করে, হর হর মহাদেব। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (আপনিই আপনাকে উদ্ধার করবে।)

রামদয়ালবাবু আমাকে এক পত্র লেখেন, আর তুলসীরামের এক পত্র পাইয়াছি। পলিটিক্যাল বিষয় তোমরা কেউ ছুঁয়ো না, এবং তুলসীরামবাবু যেন পলিটিক্যাল পত্র না লেখে। এখন পাবলিক ম্যান, অনর্থক শত্রু

---

[4] বাহ্যচিহ্ন ধর্মের কারণ নহে, সর্বভূতে সমভাব -- ইহাই মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। [বলো] -- অস্তি অস্তি (তিনি আছেন, তিনি আছেন); আমিই সেই, আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব। সিংহ যেমন পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ তিনি জগজ্জাল হইতে বহির্গত হন।
[5] বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।
[6] পর্বতগাত্রস্খলিত বিপুল তুষারস্তূপ।

বাড়াবার দরকার নাই। তবে যদি পুলিশ-ফুলিশ পেছনে লাগে তোদের -- 'দাঁড়িয়ে জান দে'। ওরে বাপ, এমন দিন কি হবে যে পরোপকারায় জান যাবে? ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয় -- বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল। একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার লোক তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু, এবমস্তু, শিবোহহং, শিবোহহং (এরূপই হউক, আমিই শীব)। রামদয়ালবাবুর কথামত ১০০ ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দেব। তিনি বেচতে চান। টাকা আমাকে পাঠাতে হবে না, মঠে দিতে বলো। আমার এখানে ঢের টাকা আছে, কোন অভাব নাই -- ইওরোপ বেড়াবার আর পুঁথিপত্র ছাপাবার জন্য। এ চিঠি ফাঁস করিস না।

আশীর্বাদক

নরেন্দ্র

এইবার কাজ ঠিক চলবে, আমি দেখতে পাচ্ছি। Nothing succeeds as success (কৃতকার্যতা যে সাফল্য এনে দেয়, আর কিছু তা পারে না)। বলি শশী, তুমি ঘর জাগাও -- এই তোমার কাজ। ... কালী হোক business manager (বিষয়কার্যের পরিচালক)। মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা খাড়া করতে পারলে তখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্তি। বুঝতে পারিস? দুই তিন হাজার টাকার মতো একটা জায়গা দেখ। জায়গাটা বড় চাই। আপাততঃ মেটে ঘর, কালে তার উপর অট্টালিকা খাড়া হয়ে যাবে। যত শীঘ্র পারো জায়গা দেখ। আমাকে চিঠি লিখবে। কালীকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করবে, কি রকম করে টাকা পাঠাতে হয় -- Cook-এর দ্বারা কি প্রকারে। যত শীঘ্র পারো ঐ কাজটা হওয়া চাই। ঐটি হলে বস, আদ্দেক হাঁপ ছাড়ি। জায়গাটা বড় চাই, তারপর দেখা যাবে। আমাদের জন্য চিন্তা নাই, ধীরে ধীরে সব হবে। কলকাতার যত কাছে হয় ততই ভাল। একবার জায়গা হলে মা-ঠাকুরানীকে centre (কেন্দ্র) করে গৌর-মা একটা বেডোল হুজুক মাচিয়ে দিক। মাদ্রাজে হুজুক খুব মেচেছে, ভাল কথা বটে।

তোমাদের একটা কি না কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর? সকলের সঙ্গে মিশতে হবে, কাউকে চটাতে হবে না। All the powers of good against all the powers of evil[৭] -- এই হচ্ছে কথা। বিজয়বাবুকে খাতির-যত্ন যথোচিত করবে। Do not insist upon every-body's believing in our Guru.[৮]

আমি গোলাপ-মাকে একটা আলাদা পত্র লিখছী, পৌঁছে দিও। এখন তলিয়ে বুঝ -- শশী ঘর ছেড়ে যেতে পারবে না; কালী বিষয়কার্য দেখবে আর চিঠিপত্র লিখবে। হয় সারদা, নয় শরৎ, নয় কালী -- এদের সকলে একেবারে বাইরে না যায় -- একজন যেন মঠে থাকে। তারপর যারা বাইরে যাবে, তারা যে-সকল লোক আমাদের সঙ্গে sympathy (সহানুভূতি) করবে, তাদের সঙ্গে correspondence (পত্রব্যবহার) রাখবে। একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit (সম্পাদন) করতে হবে, আদ্দেক বাংলা, আদ্দেক হিন্দি -- পারো তো আর একটা ইংরেজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ -- খবরের কাগজের subscriber (গ্রাহক) সংগ্রহ করতে ক-দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, subscriber (গ্রাহক) যোগাড় করুক। গুপ্ত[৯] -- হিন্দি দিকটা লিখুক, বা অনেক হিন্দি লিখবার লোক পাওয়া যাবে। মিছে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। যে যেখানে যাবে, সেইখানেই একটা permanent (স্থায়ী) টোল

---

[৭] সমুদয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সমুদয় শুভ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

[৮] সকলকে জোর করে আমাদের গুরুর ওপর বিশ্বাস করতে বলো না।

[৯] স্বামী সদানন্দ

পাততে হবে। তবে লোক change (পরিবর্তিত) হতে থাকবে। আমি একটা পুঁথি লিখছি -- এটা শেষ হলেই এক দৌড়ে ঘর আর কি! আর আমি বড় nervous (দুর্বল) হয়ে পড়েছি -- কিছুদিন চুপ করে থাকার বড় দরকার। মাদ্রাজীদের সঙ্গে সর্বদা correspondence (পত্রব্যবহার) রাখবে ও জায়গায় জায়গায় টোল খোলবার চেষ্টা করবে। বাকি বুদ্ধি তিনি দিবেন। সর্বদা মনে রেখো যে, পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন -- নামের বা মানের জন্য নয়। তিনি যা শেখাতে এসেছিলেন, তাই ছড়াও। তাঁর নামের দরকার নেই -- তাঁর নাম আপনা হতে হবে। 'আমার গুরুজীকে মানতেই হবে' বললেই দল বাঁধবে, আর সব ফাঁস হয়ে যাবে -- সাবধান! সকলকেই মিষ্টি বচন -- চটলে সব কাজ পন্ড হয়। যে যা বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও -- দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে -- একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out[১০] -- বল, আমি সব করতে পারি। 'নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।' খবরদার, No 'নেই নেই' (নেই নেই নয়); বল -- 'হাঁ হাঁ', 'সোহহং সোহহং'।

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ।।[১১]

মহা হুঙ্কারের সহিত কার্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্ -- রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।[১২] ডর? কার ডর? কাদের ডর?

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ব বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্তিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।।
পীত্বা পীত্বা পরমপীযূষং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা শ্রীগুরুচরণং সর্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকলভবনং পাতুমামন্ত্রয়ামঃ।।
প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহর ব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ।।[১৩]

---

[১০] নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, সমুদয় শক্তি তোমার ভিতরে -- এইটি জানো এবং ঐ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর।

[১১] হে সখে, কেন কাঁদিতেছ? তোমাতেই তো সব শক্তি রহিয়াছে। হে ভগবন্, তোমার ঐশ্বর্যশালী স্বরূপ জাগ্রত কর। এই ত্রিভুবন সমস্তই তোমার পাদমূলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নাই -- আত্মার শক্তিই প্রবল।

[১২] তারকা চর্বণ করিব, ত্রিভুবণ বলপূর্বক উৎপাটন করিব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।

[১৩] দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে, তাহারা কাতর হইয়া সকরুণভাবে বলে -- আমরা ক্ষীন ও দীন; ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত, তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হইব। ইহাই আস্তিকত। আমরা রামকৃষ্ণদাস।

সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া, সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমামৃতপান করিতে করিতে সর্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করিয়া, সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া, তাহাদিগকে ঐ অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি।

ইংরেজী লেখাপড়া-জানা young men (যুবক)-দের ভিতর কার্য করতে হবে। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (ত্যাগের দ্বারাই অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন)। ত্যাগ, ত্যাগ -- এইটি খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না। কার্য আরম্ভ করে দাও। তোমরা যদি একবার গোঁ করে কার্য আরম্ভ করে দাও, তাহলে আমি বোধ হয় কিছুদিন বিরাম লাভ করতে পারি। তার জন্যই বোধ হয় কোথাও বসতে পারতুম না -- এত হাঙ্গাম করতে হবে নাকি? মাদ্রাজ থেকে আজ অনেক খবর এল। মাদ্রাজীরা তোলপাড়টা করছে ভাল। মাদ্রাজের মিটিং-এর খবর সব 'ইন্ডিয়ান মিরর' (Indian Mirror)-এ ছাপিয়ে দিও। আর কি অধিক লিখিব। সব খবর আমাকে খুঁটি-নাটি পাঠাবে। ইতি

বাবুরাম, যোগেন এত ভুগছে কেন? -- 'দীনাহীনা' ভাবের জ্বালায়। ব্যাম-ফ্যাম সব ঝেড়ে ফেলে দিতে বলো -- এক ঘন্টার মধে সব ব্যাম-ফ্যাম সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যামো ধরে না কি? ছুট! ঘন্টাভর বসে ভাবতে বলো -- 'আমি আত্মা -- আমাতে আবার রোগ কি?' সব চলে যাবে। তোমরা সকলে ভাবো -- 'আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা'; দেখ দিকি কি বল বেরোয়। 'দীনাহীনা!' কিসের 'দীনাহীনা'? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা! কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? 'দীনাহীনা' ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় কর দিকি। সব মঙ্গল হবে। No negative, all positive, affirmative -- I am, God is and everything is in me. I will manifest health, purity, knowledge, whatever I want.[১৪] আরে, এরা স্লেচ্ছগুলো আমার কথা বুঝতে লাগল, আর তোমরা বসে বসে 'দীনাহীনা' ব্যামোয় ভোগো? কার ব্যামো -- কিসের রোগ? ঝেড়ে ফেলে দে! বলে, 'আমি কি তোমার মত বোকা?' আত্মায় আত্মায় কি ভেদ আছে? গুলিখোর জল ছুঁতে বড় ভয় পায়। 'দীনাহীনা' কি এইসি তেইসি -- নেই মাঙ্গতা 'দীনাক্ষীনা'! 'বীর্যমসি বীর্যং, বলমসি বলম, ওজোহসি ওজঃ, সহোহসি সহো ময়ি ধেহি'।[১৫] রোজ ঠাকুরপূজার সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা -- আত্মানম্ অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ (আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করিবে) -- ওর মানে কি ...? বলো -- অমার ভেতর সব আছে, ইচ্ছা হলে বেরুবে। তুমি নিজের মনে মনে বলো, বাবুরাম যোগেন আত্মা -- তারা পূর্ণ, তাদের আবার রোগ কি? বলো ঘন্টাখানেক দুচার দিন। সব রোগ বালাই দূর হয়ে যাবে। কিমধিকমিতি --

নরেন্দ্র

অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেবতা যাহাতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের অবতারগণের প্রাণসারের দ্বারা পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্রস্বরূপ দেহধারণ করিয়াছেন।

[১৪] নাস্তিভাবদ্যোতক কিছু থাকিবে না, সবই অস্তিভাবদ্যোতক হওয়া চাই -- যথা: আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আর সমুদয় আমার মধ্যে আছে। আমার যা কিছু প্রয়োজন -- স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান সবই আমি আমার ভিতর অভিব্যক্ত করব।

[১৫] তুমি বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান্ কর; তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান্ কর; তুমি ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর, তুমি মহাশক্তি, আমায় সহনশীল কর।